তবু মন ভাবে তারে

তবু মন ভাবে তারে ২

তবু মন ভাবে তারে ৩

তবু মন ভাবে তারে ৪

তবু মন ভাবে তারে ৫

তবু মন ভাবে তারে ৬

তবু মন ভাবে তারে ৭

তবু মন ভাবে তারে ৮

তবু মন ভাবে তারে ৯

তবু মন ভাবে তারে
ফারজানা মিতু

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

তবু মন ভাবে তারে	ফারজানা মিতু
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) ৩য় তলা ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ	সজল চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৩০০.০০ টাকা মাত্র
ভারতে পরিবেশক	বইবাংলা, কলেজ স্ট্রিট
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউইয়র্ক

©	Writer
Tabu Mon Vabe Tare	Farzana Mitu
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka-1100
Cover Design	Shajal Chowdhury
First Pubished	February 2024
Printers	Nalonda Printers
Compose & Make-up	Nalonda Computer Department
Price	300.00 Taka Only
ISBN	978-984-98390-9-5
E-mail	nalonda71@gmail.com

উ ৎ স র্গ

নিলয় এবং মিম, ইবাদ আর তন্বী
যারা ২০২৩ সালে নতুন জীবন শুরু করেছে।
ওদের জীবন অত্যন্ত আনন্দময় হোক
এক জীবনে চাঁদের আলোয় ওদের বার বার দেখা হোক।

৫ বছর আগের এক রাত

ডিসেম্বরের রাত। শীত জমিয়ে বসেছে চারদিকে। অফিস থেকে বের হয়ে মেয়েটি কেঁপে ওঠে ঠান্ডায়। সবেমাত্র সন্ধ্যা সাতটা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে অনেক রাত। বেশ কিছুদূর আসার পরেও কোনো সিএনজি না পেয়ে চিন্তায় পড়ে যায়। শাড়ির আঁচল টেনে শরীরে জড়িয়ে নেয়। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে থামে সামনে, আপনার কী লিফট লাগবে? ড্রাইভিংসিটে বসা ছেলেটি হাসিমুখে কথা বললেও পাশের সিটে বসা ছেলেটির মুখে কোনো কথা নেই, মনে হচ্ছে কিছুটা বিরক্ত। মেয়েটির লিফট খুবই দরকার এই মুহূর্তে। তাই কোনোকিছু চিন্তা না করেই গাড়িতে উঠে বসে। ড্রাইভ করতে করতে ছেলেটি ফ্রন্ট মিররে বারবার দেখছিল মেয়েটিকে। বাইশ বছর বয়সে এই প্রথম বাবার বোতল থেকে কয়েক সিপ মদ গিলেছে! মাথা এমনিতেই গরম তারপর সুন্দরী একটা মেয়ে পিছনে বসা। কিছুদূর যাওয়ার পর আচমকা গাড়ি ঘুরিয়ে উলটোদিকে গাড়ি ছোটায়। সজল অবাক হয়ে একবার রাস্তার দিকে তাকায় আরেকবার বন্ধুর দিকে। একটু পর গাড়িঢুকে যায় একটা চেনাপথে। এই কী করছিস, কোথায় যাচ্ছিস? এটা তো তোদের রিসোর্টের রাস্তা। ততক্ষণে গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে ছেলেটি। কী ব্যাপার গাড়ি কেন থামালি? সজল মুহূর্তে বুঝে যায় কী হতে যাচ্ছে।গাড়ি থেকে বের হয়ে বাধা দেওয়ারআগেই খুব দ্রুত পিছনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে যায় ছেলেটি। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটির উপর। কানে হাত দিয়ে নিচে বসে পড়ে সজল, প্লিজ এটা করিস না, প্লিজ। ওকে ছেড়ে দে, প্লিজ।

বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা যখন আসি আসি করে ঠিক সেই সময় মন যতটা খারাপ হয়, ততটা খারাপ দিনের আর কোনো সময় হয় বলে নিতুর জানা নেই। এই মন খারাপের সময়টাতেই কেন জানি নিতুকে একটা বিশেষ জায়গা পার হয়ে বাসায় ফিরতে হয়। নিতু ব্যাপারটা প্রথম প্রথম খেয়াল করলেও তেমন পাত্তা দেয়নি। তবে যতই দিন যাচ্ছে নিতুকে ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে। এমন নয় এই বিশেষ জায়গাটির সঙ্গে নিতুর কোনো গল্প জুড়ে আছে, কোনো ঘটনা কিংবা স্মৃতি। কিছুই নয় শুধু এই জায়গার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিতুর মনটা খারাপ হয়ে যায়। সুন্দর কিছু দেখে ভালোলাগার চেয়ে খারাপটাই কেন লাগতে হবে নিতু জানে না।নিতু চেষ্টা করে টিউশনি করে ফেরার সময় ঠিক ওই জায়গার কাছাকাছি এসে মনটাকে অন্যদিকে সরিয়ে রাখতে কিন্তু সেটাও আর হয়ে ওঠে না। আজকেও ঠিক তাই, ওই জায়গার সামনে এসেই রিকশার চেন পড়েগেল। মামা কতক্ষণ লাগবে?নিতু একবার হাতের ৩২০০ টাকা দামের মোবাইল ফোনের দিকে তাকিয়ে সময় দেখে আরেকবার আড়চোখে আশে-পাশে তাকায়। কেন এই জায়গাটা এত অসহ্য সুন্দর? আহামরি কিছুই না।এমন জায়গা ধানমন্ডির অনেক রোডেই আছে। লেকের পাড় ঘেঁষে কয়েকটা গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো, ছায়াঘেরা একটা জায়গা। সামনে কয়েকটা বড় পাথর আছে, দেখলেই ইচ্ছে করে পাথরের ওপর গিয়ে বসে। গলিটা ছোট, পরপর তিনটে উঁচু দালান পার হলেই লেক। এই রাস্তায় নিতুর কোনো কাজ নেই, তারপরও চোখে পড়েই যায়। মামা আরও সময় লাগবে?

আপা হইয়া গেছে। আপা একটু বহেন আমি আইতেছি বলেই রিকশাওয়ালা লজ্জার হাসি দেয়। নিতুর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তার প্রাকৃতিক কাজে যেতে হবে। মানাও করা যায় না। রিকশাওয়ালা চলে যেতেই নিতু এদিক-সেদিক তাকায়, যা কখনোকরে না সেটাই আজকে করে বসে। নেমে আসে রিকশা হতে, ধীর পায়ে হেঁটে গাছগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এই কড়া রোদেও হালকা মিষ্টি একটা দমকা বাতাস নিতুর মুখে এসে লাগে। নিতু চোখ বন্ধ করে ফেলে, আহ! কয়েক সেকেন্ড পর চোখ খুলতেই নিতু টের পায় চোখ হালকা ভিজে উঠেছে, বুকটা কেঁপে ওঠে, কেউ একজন কি এখানে নিতুর হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না? কখনো কী দাঁড়াবে?

কিরে নিতু আজকে তোর দেরি হলো কেন? নিতু লোহার দরজা সরিয়ে ভেতরে পা দিতেই দেখে ওর মা আজেরা বেগম সামনেই। বুঝতে অসুবিধা হয় না মেয়ের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

দেরি আর কোথায় মা? রাস্তায় দেরি হতে পারে না? নিতু মায়ের কাছে চেপে যায় রিকশা থেকে নেমে ১০ মিনিট নিজেকে দেওয়ারএকান্ত মুহূর্তগুলোর কথা। মায়ের কাছে এটা খুবই হাস্যকর শোনাবে। সঙ্গে কিছু কড়া কথাও কানে ঢুকাতে হবে, তাই কী দরকার? নিতু তার ২৬ বছরের জীবন থেকে এই শিক্ষা পেয়েছে যে সবকিছু সবাইকে বলতে নেই। মা আজকে কলে পানি আছে? আজকে ইচ্ছে করছে শরীরে অনেকক্ষণ ধরে পানি ঢালার। শরীর কিটকিট করছে গরমে।

আজেরা বেগম রাগ করতে নিয়েও করেন না। সবকিছু নিয়ে একটু বেশিই রাগারাগি করেন মেয়ের সাথে, এটা ঠিক না। মেয়ে হচ্ছে অন্য বাড়ির জন্য, কয়দিন আর থাকবে বাপের বাড়ি। আচ্ছা যা বালতিতে পানি তোলা আছে, সবটুকুই নিতে পারিস। আমি পরে পানি আসলে আবার ভরে রাখব।

সত্যি মা? অল্পতেই নিতু খুশি হয়ে ওঠে। কতদিন যে শান্তি মতো গোসল করা হয় না। মা, পানি আসলে আমি নিজেই ভরে রাখব, তোমাকে ভাবতে হবে না। যাই গোসল করে এসেই ভাত খাব, অনেক খিদে পেয়েছে। নিতু দ্রুতই ভিতরে ঢুকে যায়। মেয়ের দিকে তাকিয়ে আজেরা বেগম হালকা নিশ্বাস ছাড়েন।

আপা এক কাপ চা হবে? মঞ্জু বই হাতে নিয়ে পড়তে পড়তে বড় বোনের সামনে এসে দাঁড়ায়। আজেরা বেগমের রাগ আবারও উঠে যেতে যেতেও নিজেকে কষ্টে সামলান। আজকে আজেরা বেগম কঠিন হাতে নিজের রাগ দমন করে রাখবেন এই সিদ্ধান্ত ঘুম ভেঙেই নিয়েছেন। তবে সেটা কঠিন হচ্ছে। সারাক্ষণ মাথায় আগুন জ্বলতে থাকা মানুষের জন্য এ এক কঠিন পরীক্ষা। তুই না একঘণ্টা আগেই চা খেলি? এত ঘনঘন চা খাওয়ার অভ্যাস কেন তোর?

আপা, ওইটা এক ঘণ্টা আগের কথা। একঘণ্টা মানে কি তুমি সেটা জানো? জানো এই এক ঘণ্টায় পুরো পৃথিবীতে দাঙ্গা বাধিয়ে কয়েক হাজার

লোককে মেরে ফেলা সম্ভব? করোনার মতো ভাইরাস চাইলে এই সময়ে কত মানুষের শরীরে ঢুকে খেলাধুলা করতে পারো জানো সেটা? ডেঙ্গু মশা এই সময়ে কত হাজার মানুষের শরীরের চিমটি দিতে পারে?

করোনা মানুষের শরীরে ঢুকে খেলাধুলা করে? মশারা চিমটি কাটে? ফাজলামি করিস আমার সাথে?

তাহলে কী করে? খেলাধুলা করে বলেই এত জোরে ধাক্কা লাগে ভিতরে, এমনিতেই কি আর শ্বাসকষ্ট হয়? নিশ্বাসের সমস্যার মূলেই আছে ওই খেলাধুলা। কারণ খেলার সময়ই তারা ধুলো বেশি ওড়ান। আচ্ছা যাইহোক আপা তাড়াতাড়ি আমার ঘরে এক কাপ চা পাঠিয়ে দে। মঞ্জু তার বোনকে এই তুই আর তুমির মাঝেই রাখে। যখন যেটা দরকার। যদিও ওদের ভাইবোনের বয়সের পার্থক্য এগারো বছর সাড়ে তিন মাস। মঞ্জু এখনও বিয়ে করেনি, মঞ্জুর ধারণা ওর মতো মানুষের সঙ্গে থাকার জন্য যে যোগ্যতা দরকার সেটা আপাতত এই দেশের বঙ্গললনাদের নেই। মঞ্জুর বাবা ছেলের হাবভাব বুঝে মেয়ে আর জামাইয়ের তত্ত্বাবধানে ছেলেকে রেখে গেছেন আর রেখে গেছেন বিশাল সম্পত্তি। যা মঞ্জু হেসেখেলেও শেষ করে যেতে পারবে না। মঞ্জু চলে গেলে আজেরা হালকা নিশ্বাস ছাড়েন।

নিতু প্রতিদিনের মতো কিছুক্ষণ বাথরুমের বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এই কাজটি নিতু অনেক আগে থেকেই করে আসছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুব সুন্দর ভাবতে ইচ্ছে হয় নিতুর। যদিও সবাই সবসময় বলে নিতু খুবই রূপবতী একটি মেয়ে কিন্তু নিতু প্রায় প্রতিদিনই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কোনো না কোনো খুত আবিষ্কার করে। কখনো মনে হয় চোখটা একটুবেশি সরু, কখনো মনে হয় ঠোঁট বেশিই মোটা। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হলেও নিতুর কাছে নিজেকে গাঁঢ় শ্যামবর্ণের মনে হয়। আজকে নিতু নিজেকে দেখতে দেখতে ভাবে ঠোঁটের নিচের তিলটা ঠিক জায়গামতো বসেনি। নিতু, এই নিতু। কী করছিস ভিতরে? পানির শব্দ তো পাই না। করিস কী? দরজা খুলে বাইরে আয়। নিতুর মা আজেরা বেগমের গলা শোনা যায়।

মা এসব কী কথা? আমি কি উলঙ্গ অবস্থায় বাইরে আসব নাকি? নাকি তুমি চাও পাশের বাসার ওই গুন্ডা ছেলেটা আমার শরীর দেখুক?

বাজে কথা একদম বলবি না বলে দিচ্ছি। শুধু মুখে আজে বাজে কথা। আজেরা বেগম গজগজ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে হাঁটা দেন। ভিতরে নিতু তখন মনে মনে হাসতে থাকে। নিতুর একটা প্রিয় কাজ হচ্ছে মাকে রাগিয়ে দেওয়া। সবচেয়ে বেশি যেটায় ওর মা রাগে সেটা হচ্ছে, নিতু মাঝে মাঝেই মাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মা তোমার নাম কি আজাইরা রাখতে গিয়ে ভুল করে আজেরা রেখেছে? তোমার বোনের নাম এত সুন্দর, তোমার নাম এমন কেন? আচ্ছা মা, তোমার নাম আমরা আকিকা দিয়ে কি বদলায় ফেলব? বাথরুমে এসব কথা ভাবতে ভাবতেই নিতু নিজের মনে হাসতে থাকে। আহ আজকে অনেকদিন পর নিতু শান্তিমতো গোসল করছে। এই বাসায় কয়েক মাস ধরেই পানির সমস্যা চলছে। পানি আসে রাত বারোটার পর, আজানের পরেই আবার পানি চলে যায় কলের। রাতেই তাই পানি ভরে রাখতে হয়। আজেরা বেগম একবারে পানি ভরে তারপর রাতেই গোসল সারেন। বালতির ধরে রাখা পানি দিয়ে গোসল করে কখনোই শান্তি হয় না তাই রাতেই আরাম করে এই কাজটা করেন।

আজেরা বেগম সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যান। দরজার আরও কাছে গিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকান। কী ব্যাপার ঋতু জানালায় কী করে? সন্ধ্যা হয়ে আসছে এসময় জানালায় কী কাজ? এই মেয়ে দুইটা আর শান্তি দিল না। একটা একঘণ্টা ধরে গোসল করছে আর আরেকটা বাইরে তাকিয়ে আছে উদাস হয়ে। এটা কি বাড়ি নাকি মুক্তমঞ্চ? আজেরা বেগম আরও সামনে সরে গিয়ে দেখার চেষ্টা করেন ঋতু কী দেখছে সেটা বোঝার। খালাম্মা কী করেন? পিছন থেকে ঝরনার ডাকে আজেরা শুধু নয়, ঘরের ভিতরে থাকা ঋতুও চমকে ওঠে। আজেরা বেগমের সব রাগ গিয়ে তখন পড়েঝরনার উপর। তুই এখানে কী করছিস? কাজের সময় বিরক্ত।

ওমা খালাম্মা, এইটা কী কইলেন? আপনি কাম কই করেন, আপনি তো দাঁড়াইয়া বড় আপার দিকে নজর রাখতেছিলেন।

চুপ থাক। ভাত হয়েছে?

ভাত হইয়া, শুকাইয়া আবার চাল হইয়া গেছে। আজেরা কটমট করে ঝরনার দিকে তাকায় তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়, খেয়াল করে না ঝরনা নিচে না নেমে ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। বড় আপা আসুম?

ঋতু হালকা হেসে তাকায় ঝরনার দিকে। কিছু বলবি? ঝরনা এই বাড়িতে আছে সেই ছোটবেলা থেকে। একবার শুধু চলে গিয়েছিল বিয়ে করার জন্য তারপর ঠিক দুইমাস পরে এসে সোজা রান্নাঘর। খালাম্মা ভালো লাগে না সংসার করতে তাই আইয়া পড়ছি। জানা যায়নি ঝরনার চলে আসার কারণ শুধু তারপর মাস ছয়েক মাঝে মাঝে রাতদুপুরে ঝরনার ঘর থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ পাওয়া যেত। সেটাও একসময় শেষ। ঋতু-নিতুর কাছে ঝরনাখুবই আপন, একদম বাড়ির মানুষের মতো।

বড় আপা, খালাম্মা এই স্বভাব কই পাইছে? শুধু পুলিশের লাহান দিইখা বেড়ায় আপনারা দুই বোন কখন কী করেন। পুরাই বেক্কল মাইয়া মানুষ।

ঋতু ঝরনার কথা কানে না তুলে জিজ্ঞেস করে, ঝরনা আজকে রাতের রান্না কী? দুপুরের তেলাপিয়া মাছ আবার খেতে হবে? কেন যে তুই এসব মাছ কিনিস আমি বুঝি না।

কী করুম আপা। আইজকা বাজারে গেছি দেরিতে তাই ভালো কিছুই পাইনাই। কাল সকাল সকাল যামু, এইখানে কাছেই এখন গরু জবাই দেয়।বড় আপা কাহিনি শুনছেন?

নাহ। নতুন কিছু?

ছোট খালাম্মা ফোন দিছিল দুপুরে। ছোট আপার লাইগা নাকি ছেলে দেখতেছে। ছেলে আমেরিকায় থাকে।

ঋতুর কপাল কুঁচকে যায়। নিতুর বিয়ে? এই মহিলার মাথা কি ঠিক আছে? আমাকে তাড়াহুড়া করে বিয়ে দিয়ে একটা সর্বনাশ করেও কি বোধ হয় নেই? নিতুর বিয়ে এখনই কেন দিতে হবে? নিতু তখনি এসে বড় বোনের রুমে ঢোকে। কার বিয়ে, আমার?

হ আপা। আপনার বিয়া নিয়া দুই বোনে কতক্ষণ ফিসফিস করল। ছেলে আমেরিকায় থাকে।ঝরনাআরও কিছু বলতে যায় কিন্তু নিচে আজেরা বেগমের গলা ভেসে আসতেই দৌড়ে নিচে নেমে যায়। ঋতু এসে বোনের সামনে দাঁড়ায়, নিতু তুই খবরদার এখন বিয়েতে রাজি হবি না। মা যতই বলুক। নিতু বোনের কথার উত্তর না দিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়। আপা তুই খেয়েছিস? আমার অনেক খিদে পেয়েছে, চল একসঙ্গে খাই।

মা প্লিজ আমাকে একটা ডিম ভেজে দাও। মাছের দিকে তাকালেই বমি আসছে। দাঁড়াও বমি করে আসছি বলেই নিতু বারান্দা পেরিয়ে কিছুটা দৌড়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। আহ কী সুন্দর বৃষ্টির বাতাস। আশেপাশে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হচ্ছে। এই আপা দেখ কী সুন্দর বাতাস। ঋতু নিতুর দিকে না তাকিয়েই বলে, তুই বুঝলি কী করে আমি এখানে? আমি তো কোনো শব্দ না করেই এলাম।ঋতু কিছুটা অবাক হয়।

নিতু বোনের দিকে না তাকিয়েই বলে, শব্দ না হলেও বুঝতে পারি। আমি তোর গন্ধ চিনি।

আমার গন্ধ কেমন?

কখনো দারচিনির মতো আবার কখনো বাসি ফুলের মতো। তোর মন যখন ভালো থাকে তখন দারচিনির গন্ধ পাই আর খারাপ থাকলে বাসিফুলের।

এখন কোনটা পাচ্ছিস?

নিতু কথার উত্তর না দিয়ে হাসতে থাকে। তুই না মাকে বললি বমি করবি, বমি চলে গেছে?

বমি পেলেই না করব? এটা অভিনয় ছিল।

অভিনয়টা কেন করলি?

এমনি। সবসময় সবকিছু হিসাব করে কেন করতে হবে? মা কিছু সময়ের জন্য ভড়কে গেছে এটাই মজা।

তুই মাকে এত অপছন্দ কেন করিস নিতু? নিতু বোনের এই কথারও উত্তর না দিয়ে চোখ বন্ধ করে শরীরে বৃষ্টির আগমনী বাতাস লাগায়। ঋতু তখনও তাকিয়ে আছে বোনের দিকে।

রাতে পানি ভরে রাখার পর আজেরা গোসল করে যখন বের হয় তখন রাত প্রায় আড়াইটা। আজেরা যা কখনোই করে না সেটাই সেদিন করে বসে। আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে যায়। একটু আগে এক ঝলক বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় ছাদ তখনো ভেজা কিছুটা। এই বাড়ির ছাদ খুবই সুন্দর। ঋতু-নিতুর বাবার খুব শখ ছিল ছাদে এসে সন্ধ্যার পর বসবে, গান শুনবে ছাদে বসে। এসব চিন্তা থেকেই ছাদে বসার ব্যবস্থা করেছিলেন। সিমেন্টের গাঁথুনি দেওয়া বসার জায়গা করেছিলেন খুব যত্ন করে। একসঙ্গে চাইলে ১০/১২ জন মানুষও বসতে পারবে এখানে। বসতও তাই। মানুষটি খুবই আড্ডা প্রিয় ছিলেন। বন্ধুরা আসত মাঝেমধ্যেই। সেই আড্ডা চলত অনেক রাত পর্যন্ত। কী সেই দিন ছিল। আজেরা কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে তারপর এসে বসে। দিনে দিনে একাকিত্ব গ্রাস করে ফেলছে। ঋতু আর নিতু নিজেদের নিয়েই থাকে, মায়ের জায়গা নেই সেখানে। আজেরা বেগম চেষ্টা করেছেন, ঋতুকে ভালো ছেলে দেখে বিয়েও দিয়েছিলেন কিন্তু ছয়মাস পার না হতেই ঋতু ফিরে এসেছিল মায়ের কাছে। ঋতুর গালে তখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল পাঁচ আঙুলের লাল দাগ। ঋতু আর ফিরে যায়নি নিজের সংসারে, আজেরাও আর জোর করেনি। সব জায়গায় জোর চলে না তবে এটা বুঝে ঋতু কখনোই এই বিয়ে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। হয়তো ভুলতে পারেনি পাড়ার ওই ছেলেটিকে। বাইক চালিয়ে কত সকাল-সন্ধ্যা ছেলেটি এই বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করত। আজেরা জানত না ঋতু কি ওই ছেলেকেই পছন্দ করতকি না কিন্তু তারপরও ওই ছেলের থেকে সরানোর জন্যই তাড়াহুড়া করে বিয়ে দেওয়া। শুধু বিয়ের দিন মেয়ের চোখে-মুখে দেখেছিলেন এক অদ্ভুত শূন্যতা। সেটা হারিয়ে ফেলার, সেটা ছিল অপূর্ণতার। ছেলেটিকে এখনও এই বাড়ির আশেপাশে দেখা যায়। আজেরা বেগম জানেননা এরা দুজন কেউ কাউকে চায় কি না নাকি পাওয়া হবে না জেনেও দুচোখ ভরে শুধু একজন অন্যজনকে দেখে যাওয়া? ঋতু এই বাড়িতে আসার পর থেকে মায়ের সঙ্গে কথা বলে হিসাব করে। প্রয়োজন ছাড়া ছাদে কিংবা নিচেও নামে না কখনো। এই বাড়িটি লালমাটিয়া এলাকার অনেকগুলো পুরানো বাড়ির মাঝে একটি। ছায়াঘেরা ছিমছাম এই বাড়িটি আজেরা বেগমের বাবার বাড়ি। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর উইল ঘেঁটে দেখা গেছে এই বাড়ি আজেরা বেগমকেই দেওয়া হয়েছে। সাভারের আমিনবাজারে এমন আরেকটা বাড়ি দেওয়া হয়েছে আজেরা বেগমের ছোট বোন হাজেরাকে।ঢাকা শহরে এমন আরও দুটি বাড়ি আর গ্রামে অনেক বিষয়-সম্পত্তি রেখে দেওয়া হয়েছে ওদের একমাত্র ভাই মঞ্জুর জন্য। পিছনের জায়গায় ছোট ছোট দুইটা টিনশেড বাড়ি করে ভাড়া দেওয়া আছে। এখন ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় এই দুইটা থেকে যা আসে সেটা খারাপ না। আরও আছে বাড়ির সামনে তিনটি দোকান। সবমিলে আজেরা বেগমের ভালোই চলে যায় মেয়েদের নিয়ে। দুই মেয়ে ছাড়াও আজেরার শাশুড়ি থাকেন এখানে। নিতু আর ঋতু দাদি অন্তপ্রাণ। আজেরার সঙ্গে শাশুড়ির সম্পর্ক যেমনই হোক, এই মহিলা নাতনি দুজনকে অসম্ভব ভালোবাসেন। তাই অন্য আরও ছেলেমেয়ে থাকার পরেও এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যান না। দোকান আর ভাড়াটিয়া যারা আছে তারাই এখন আজেরা বেগমের আপনজন। বিপদে-আপদে সবকিছুতেই তারা এগিয়ে আসেন। আজেরা বেগম জানেন এখন দিনকাল খারাপ তাই সবার সঙ্গেই সদ্ভাব নিয়ে চলাই ভালো। আজেরা বেগম তারপরও রাতে চিন্তায় ঘুমাতে পারেন না। ঋতুর এভাবে চলে আসার চেয়ে বড় চিন্তা ছোট মেয়ে নিতুকে নিয়ে। মেয়েটি কেন জানি মাকে একদমই সহ্য করতে পারে না। নিতু না বললেও আজেরা বোঝে এই অভিমানের কারণ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে।

নিতু একটা কথা জিজ্ঞেস করি? ঋতু আর নিতু এক ঘরেই থাকে, ঘরটা বড় হওয়ায় দুইপাশে দুই খাট দেওয়া হয়েছে। এই বাড়িতে আরও কয়েকটি ঘর খালি থাকার পরেও নিতু এই ঘর ছাড়তে চায় না। রাতের বেলা ফিসফাস করে গল্প করার মজাই আলাদা। প্রতিদিন ঋতু হাজার প্রশ্নের ডালি খুলে বসে নিতুর জন্য। যদিও জানে প্রশ্ন পছন্দ না হলে নিতু কোনো উত্তর দেবে না, তারপরও করে। আর প্রশ্নগুলো ঘুরেফিরে একই। নিতু তোর কোনো পছন্দ আছে? কারও প্রেমে পড়েছিস?